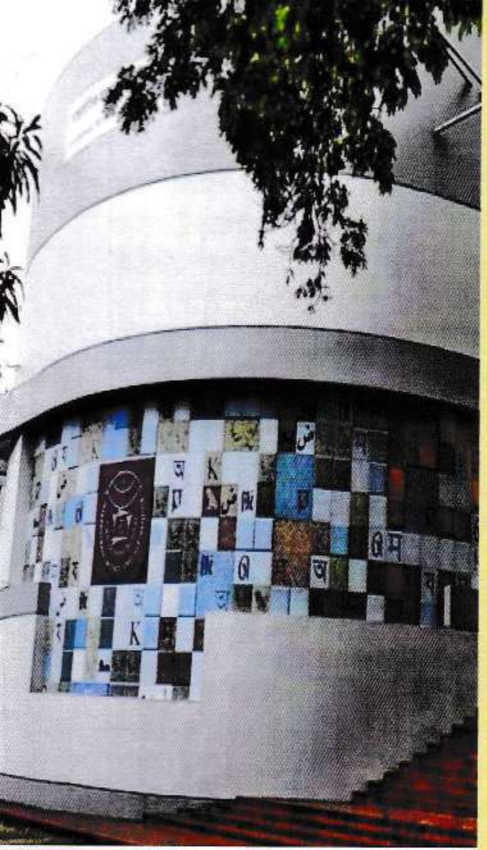

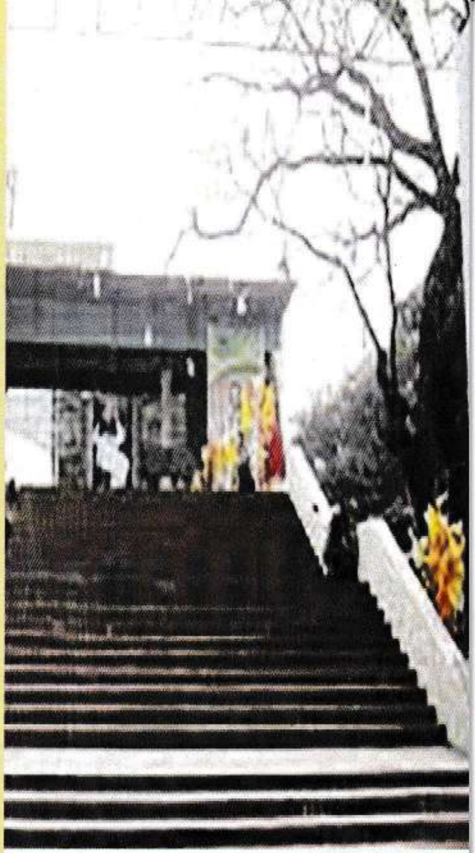

১১তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

এপ্রিল-জুন ২০২৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষা সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাভাষী এ অর্জনের ফলে উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন Mother Language Lovers of the World (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্ত প্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। অতঃপর ২০১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ১২ই জানুয়ারি ২০১৬ এ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। ফলে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতি তিনমাসে প্রতিষ্ঠানটির আয়োজিত সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য 'মাতৃভাষা বার্তা'য় প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনা, সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের আয়োজন; বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন ও পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য এই ত্রৈমাসিক বার্তায় প্রকাশিত হয়।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদ্‌যাপন

পহেলা বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক শিল্পকলা একাডেমির সংগীত শিল্পীদের নিয়ে "জাতীয় সংগীত ও এসো হে বৈশাখ" গান পরিবেশনের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। এ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম এবং আমাই-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। প্রধান অতিথি তাঁর আলোচনায় বলেন, 'আজ পহেলা বৈশাখ-বাংলা নববর্ষ। বাংলা বর্ষপঞ্জিতে যুক্ত হলো নতুন বাংলা বর্ষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ। পহেলা বৈশাখ বাঙালির একটি সার্বজনীন উৎসব। এদিন আনন্দঘন পরিবেশে বরণ করে নেওয়া হয় বাংলা নতুন বছরকে। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক হলো বাংলা নববর্ষ। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় উদ্‌যাপিত হয় বাংলা নববর্ষ।' আলোচনা শেষে গান গেয়ে নববর্ষকে বরণ করা হয়। এরপর সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ উদ্‌যাপনের একাংশ

জাতীয় সেমিনার ২০২৪

বিষয়ঃ 'শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের প্রতিবেদন

১৩ই মে ২০২৪ তারিখ সোমবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) 'শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব খালেদা আক্তার। তিনি 'শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার-এর উদ্বোধন করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব ফারহানা ইয়াসমিন জাহান; বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপ-সচিব (লিগ্যাল) (জেলা ও দায়রা জজ) জনাব নূরনাহার বেগম শিউলী; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (অনুবাদ, কর্মশালা, সেমিনার, ইউনেস্কো ও ডকুমেন্টেশন) জনাব মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা। জাতীয় সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সোমা দে; বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) পরিচালক (পরিসংখ্যান) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মৃধা; ইউএন উইমেন বাংলাদেশের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন অ্যানালিস্ট জনাব তোশিবা কাশেম।

জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

জাতীয় সেমিনারের প্রধান অতিথি তাঁর আলোচনায় বলেন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষের পরিবর্তন সাধন করা। ব্যক্তি পরিবর্তিত হলে সমাজ পরিবর্তিত হবে, সমাজ পরিবর্তিত হলে রাষ্ট্র পরিবির্তিত হবে। শিক্ষা যত বাড়বে সমাজ ও রাষ্ট্রে তত ইতিবাচক পরিবর্তন হবে। শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার এবং বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগ যদি উপযুক্ত স্থানে করা যায় তবে তা সমাজ এবং রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে। শিক্ষায় বিনিয়োগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। সুতরাং শিক্ষা সম্পর্কিত সেমিনার ও সভা-সমাবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। প্রধান অতিথি আরও বলেন, Gender ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজে নারীদের পিছিয়ে থাকার কারণ যতটা না সামাজিক, তার চেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে মানসিক কারণে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেদের পিছিয়ে থাকার কারণ অনুসন্ধানের

বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব খালেদা আক্তার

আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষায় Gender Gap এর কারণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক পরিসংখ্যান সহযোগে তাঁর প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশের অভিভাবকেরা তাদের ছেলে সন্তান উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পরে আরও বিনিয়োগ করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন; কিন্তু কন্যাসন্তান পাশ করার পরে তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অভিভাবকদের এরূপ মানসিকতাই শিক্ষাক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। সুতরাং, এরূপ মানসিকতা বর্জন করলেই শিক্ষাক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের নিজ নিজ পরিবার থেকেই এই পরিবর্তন শুরু করতে হবে। তবেই সমাজ ও রাষ্ট্রে লৈঙ্গিক বৈষম্য কমে আসবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেন, 'জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিশেষ অর্থ আছে। এই বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে নারী-পুরুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে গঠিত জেন্ডারের মাধ্যমে। ফলে এর বিস্তার, প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও অভিঘাত শিক্ষাক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।' এই প্রবন্ধে বা উপস্থাপনায় শিক্ষাক্ষেত্রে লৈঙ্গিক বৈষম্যের স্বরূপ, বিস্তার, প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রধানত এর তাত্ত্বিক দিকগুলি উল্লেখ করার পর কীভাবে এই বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেসব বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষায় এই বৈষম্যের নানান দিক সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে কন্যাশিশুর শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, প্রতিবন্ধকতা, ঝরে পড়া, সাফল্য, লৈঙ্গিক অধিকার ও সমতা, নারী-উন্নয়ন, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রটি ব্যাপক, সেই বিস্তৃতি ও পরিসরের কথা ভেবে নারীশিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতির সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে করণীয় বা ভিশন সম্পর্কেও প্রবন্ধটিতে কিছু সুপারিশ রয়েছে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মাসুদুজ্জামান

পরবর্তী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার জনাব ফারহানা ইয়াসমিন জাহান। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম "Gender discrimination in education in the context of Bangladesh in response to the light of The Convention and Recommendation against Discrimination in Education (1960)" of UNESCO."

সেমিনারে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পরবর্তী পর্যায়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপসচিব (লিগ্যাল) (জেলা ও দায়রা জজ) জনাব নূরনাহার বেগম শিউলী। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম "শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"।

প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক জনাব মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা

এরপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (অনুবাদ, কর্মশালা, সেমিনার, ইউনেস্কো ও ডকুমেন্টেশন) জনাব মোসাম্মত আলেয়া সুলতানা।

প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচনার পর সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ। প্রশ্নোত্তর ও মুক্ত আলোচনা-পর্বের শেষে সভাপতি

সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন জাতীয় সেমিনারে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে ০৩/০৪/২০২৪ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষকের গবেষণা চূড়ান্তভাবে সম্পন্নকরণপূর্বক গবেষণা প্রতিবেদন/অভিসন্দর্ভ জমা প্রদান ও এ সম্পর্কিত তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা, পেশাগত গবেষকের গবেষণা অভিসন্দর্ভ জমাদানের সময় বৃদ্ধি, গবেষণার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জমাদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফেলোশিপ ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরির গবেষকদের প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২য় কিস্তির অর্থ মে ২০২৪ সালে প্রদান করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের ছয় মাস পূর্তি এবং গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে ১ম কিস্তির অর্থ জুন ২০২৪ সালে প্রদান করা হয়।

২৩/০৫/২০২৪ তারিখে আমাইয়ের গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণা কর্মের সার্বিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রমের উপর গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণার শিরোনাম পরিবর্তন ও তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন সংক্রান্ত, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেশাগত গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকের গবেষণা পাণ্ডুলিপি জমাদান ও জমাদান পরবর্তী কার্যক্রম, গবেষণা প্রতিবেদন প্রতি তিনমাস পরপর জমা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সদস্যগণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা অনুবিভাগের উদ্যোগে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ ০৯ই মে ২০২৪ থেকে ১১ই মে ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত পাবনা জেলার সদর উপজেলা, ঈশ্বরদী উপজেলা ও আটঘরিয়া উপজেলায় বসবাসকারী পাহাড়িয়া ও বাগদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের ভাষার উপর তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্ত পাবনা জেলায় ভ্রমণ করেন। ৯ই মে ২০২৪ তারিখে সফরসূচি অনুযায়ী সফরকারী দল পাবনা জেলার সদর উপজেলার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পরিসংখ্যান অফিসে পরিসংখ্যান কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় বসবাসকারী পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠী ও আটঘরিয়া উপজেলার বাগদি জনগোষ্ঠীর উপর তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন। ১০ই মে ২০২৪ তারিখে সফরসূচি অনুযায়ী সফরকারী দল পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাশুড়িয়া ইউনিয়নে মাড়মী দীঘিরপাড় এলাকায় বসবাসকারী পাহাড়িয়া (মালপাহাড়ি) জনগোষ্ঠীর ভাষার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেন। ১১ই মে ২০২৪ তারিখে পাবনা জেলার আটঘরিয়া উপজেলার মাঠপাড়া ইউনিয়নের ডাঙ্গার পাড়া মৌজার খিদিরপুর এলাকায় বসবাসকারী বাগদি জনগোষ্ঠীর ভাষার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

আমাইয়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ

১৮ই মে থেকে ২০শে মে ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) গবেষণা টিম নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা উপজেলার হাজং ও বানাই সম্প্রদায়ের ভাষার তথ্য সংগ্রহের জন্য নেত্রকোণা জেলায় সফর করেন। সফরসূচি অনুযায়ী ১৮ই মে ২০২৪ তারিখে নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি কার্যালয় থেকে হাজং জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহের জন্য শ্যামনগর, ছনগড়া, সাধুপাড়া গ্রামে ভ্রমণ করেন। ১৯শে মে বিরিশিরি থেকে বহেরাতলী ও গোপালপুর গ্রামে পরিদর্শন করেন।

হাজং জনগোষ্ঠীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ শেষে নৃ-ভাষা সংগ্রহকারী গবেষণা দলের সঙ্গে

২০শে মে ২০২৪ নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার শেষ সীমান্তে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পার্শ্ববর্তী গ্রামে বানাই সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। পরবর্তী পর্যায়ে সেখানে গিয়ে দেখা যায় গ্রামটি সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার মোহনপুরে পড়েছে। এভাবে গবেষণা টিম নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার শেষ প্রান্তে যেতে যেতে সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলায় পৌছান। সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর উপজেলার মোহনপুর গ্রামে আমাই কর্মকর্তাগণ বানাই জনগোষ্ঠীর কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং তাদের ভাষার তথ্য সংগ্রহ করেন।

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (এপ্রিল-জুন ২০২৪ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০২ (দুই)-টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

১. 'ভাষানীতি' শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৮ই এপ্রিল ২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০৩:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪), 'ভাষানীতি' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম।

'ভাষানীতি' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থিত আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ

কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। উদ্বোধনের পর কর্মশালার নির্ধারিত বিষয় "ভাষানীতি" এর উপর ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। পরবর্তী পর্যায়ে কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট আলোচকগণ "ভাষানীতি" বিষয়ে তাঁদের মুল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করেন। 'ভাষানীতি ও সর্বস্থলে বাংলাভাষার প্রচলন' বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপনা করেন ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, "বাংলাকে কীভাবে ডি ফ্যাক্টো বা কার্যকর রাষ্ট্রভাষা করা যায়" এ বিষয়ে আলোচনা করেন ড. শিশির ভট্টাচার্য্য অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও "ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষানীতি: পরিপ্রেক্ষিত বিচার বিভাগ" বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন ড. সাখাওয়াৎ আনসারী, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচকদের আলোচনায় ভাষানীতির বিভিন্ন দিক ও চ্যালেঞ্জগুলো উঠে আসে। সবশেষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলামের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটি শেষ হয়।

'ভাষানীতি' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থিত আলোচক ও অংশগ্রহণকারীগণ

২. 'বাংলা বানান ও ভাষারীতি' শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১২ই জুন ২০২৪, বুধবার সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) 'বাংলা বানান ও ভাষারীতি' শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

'বাংলা বানান ও ভাষারীতি' শীর্ষক কর্মশালার চিত্র

"বাংলা বানান ও ভাষারীতি" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মোহাম্মদ খালেদ রহীম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা)। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তারিক মনজুর। "বাংলা বানান ও ভাষারীতি" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন সরকারি বিভিন্ন কলেজ থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

কর্মশালায় আলোচক ড. তারিক মনজুর প্রথমেই বাংলা বানানে কী কী ধরণের ভুল হয়, তাছাড়া চিঠিতে কী ধরনের ভুল হয় তা বিস্তারিত আলোচনা করেন। চিঠিতে তারিখ ও সময় কীভাবে লিখতে হবে এবং যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার, আন্ডার লাইন, বোল্ড এর সঠিক ব্যবহার

সম্পর্কে আলোচনা করেন। একই সাথে অযথা যতিচিহ্নের ব্যবহার না করা, বোল্ড, আন্ডার লাইন এক সাথে ব্যবহার থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তাছাড়া অযথা ফন্ট পরিবর্তন না করা এবং অযথা অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার না করে কীভাবে বক্তব্য স্পষ্ট করে লিখতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বাংলা বানানের মৌলিক সংকট কোথায় এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে গিয়ে তৎসম ও অতৎসম শব্দের বানানের নিয়মের উপর আলোচনা করেন। যুক্তবর্ণের ভ্রান্তি, বানানের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এসব বিষয় তাঁর আলোচনায় উঠে আসে। এছাড়াও বর্ণ সংযুক্তির সমস্যা, যুক্তবর্ণের মূল ভ্রান্তি, ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধানের নিয়মাবলি কীভাবে বানানের ভুলগুলো এড়ানো যায়, চন্দ্রবিন্দুর সঠিক ব্যবহার, বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লিখতে হবে, সমাসবদ্ধ শব্দের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ কৌশলের বিষয়ে আলোকপাত করেন। শুদ্ধভাবে বাংলা বানান শেখা ও বাংলা ভাষা শেখার জন্য সঠিক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এ উদ্যোগটি বাস্তবায়নে বাংলা বানানের প্রতি সচেতনতা ও বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা দরকার বলে তিনি দাবি করেন।

'বাংলা বানান ও ভাষারীতি' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপনায় ছিলেন উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা) জনাব শেখ শামীম ইসলাম র‌্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও মাতৃভাষা পিডিয়া) জনাব ড. নাজনিন নাহার এবং সহকারী পরিচালক (কর্মশালা ও ভাষা জাদুঘর) জনাব নাজনীন সুলতানা। আলোচকের নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার পর সমাপনী বক্তব্য প্রদান এবং কর্মশালায় সমাপ্তি ঘোষণা করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (এপ্রিল-জুন ২০২৪ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০৭ (সাত)টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: 'তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ৪ঠা এপ্রিল ২০২৪ তারিখ, সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বেলা ০২:৪৫ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব জুবাইদা মান্নান, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন; কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এ বিষয়ে আলোচনা করেন পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন, তথ্য, প্রচার ও জনসংযোগ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই) ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

প্রশিক্ষণ-২: 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৪ই মে ২০২৪ তারিখ 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩২ (বত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন জনাব আবদুন নূর মুহম্মদ আল ফিরোজ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রশিক্ষণে 'সেবা নিশ্চিত করণে সিটিজেন চার্টারের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব সাইফুর রহমান খান, উপসচিব (প্রশাসন ও

'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশের ছবি

সংস্থাপন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; আমাইয়ের সিটিজেন চার্টার বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; সিটিজেন চার্টারের কার্যকারিতা বিষয়ক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম; এপিএ ও সিটিজেন চার্টার প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন, শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব নিগার সুলতানা, উপপরিচালক(গবেষণা),আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ-৩: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৬ই জুন ২০২৪ তারিখ 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ২৭ (সাতাশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; ক্রয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, উপসচিব (প্রশিক্ষণ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রশিক্ষণে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক কার্যক্রম বিষয়ক আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; দাপ্তরিক কাজে সহকর্মীদের সাথে আচরণে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নৈতিকতা কমিটির গঠন ও কাজ বিষয়ক আলোচনা করেন ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা, অভিধান ও মাতৃভাষা পিডিয়া), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশের ছবি

প্রশিক্ষণ-৪: 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৪শে জুন ২০২৪ তারিখ 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩২ (বত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; 'বাক্যে অভিব্যক্তি প্রকাশে বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ ও প্রাসঙ্গিকতা' ও 'বাংলা ভাষায় শব্দ গঠনের করণ-কৌশল' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন জনাব গওহর গালিব, কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; 'বাংলা শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-বিধি' ও 'বাংলা ভাষার প্রয়োগ অপপ্রয়োগ' বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ড. এনামুল হক সিদ্দিকী, লেখক ও অধ্যাপক; 'দাপ্তরিক কাজে প্রমিত লিখনরীতির ব্যবহার' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোঃ সাহেদুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রকাশনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার' বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ চলমান

প্রশিক্ষণ-৫: 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৬শে জুন ২০২৪ তারিখ 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩২ (বত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও পণ্য,

'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

কার্য, সেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ বিষয়ক ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; পিপিআর সংক্রান্ত আলোচনা করেন Afroza Pervin Deputy Secretary, Bangladesh Public Procurement Authority; ‘ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া’ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ক্রয় প্রক্রিয়ায় ধাপসমূহ, ক্রয় প্রক্রিয়াসমূত, ক্রয় ও চুক্তির কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

প্রশিক্ষণ-৬: ‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২৭শে জুন ২০২৪ তারিখ ‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩(তেত্রিশ)জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও দাপ্তরিক নথিতে ভাষার ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; “দাপ্তরিক কাজে বাংলা বানানের নিয়ম’ বিষয়ে আলোচনা করেন হোসনে আরা, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ‘বাংলা বাক্য গঠনের শৈলীবিচার’ বিষয়ে আলোচনা করেন ড. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক ও লেখক, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ‘দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে সরকারি চিঠিপত্র লেখার নিয়ম’ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

‘সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে
ভাষা ও শব্দ ব্যবহার’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ-৭: ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ৩০শে জুন ২০২৪ তারিখ ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩১ (একত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। ‘প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও অভিযোগ প্রতিকার না হলে কী ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে’ এ বিষয়ে আলোচনা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; ‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্যসমূহ’ নিয়ে আলোচনা করেন ড. মোর্শেদা আক্তার, যুগ্মসচিব (নীতি ও সংস্কার অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ‘আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ পদ্ধতি ও আপিল কর্মকর্তার কাজের পরিধি’ বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম, পরিচালক (ভাষা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ‘অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের গঠন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের কার্যপরিধি’ বিষয়ক আলোচনা করেন শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; ‘অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) নিয়োগ পদ্ধতি ও অভিযোগ নিষ্পক্তি কর্মকর্তার কাজের পরিধি’ বিষয় আলোচনা করেন জনাব আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

‘অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

জনবল নিয়োগ ২০২৪

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১১-২০ গ্রেডের (পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ০৮ (আট)টি ক্যাটেগরিতে ১২ (বারো)টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চূড়ান্ত ফলাফল ২৮/০৬/২০২৪ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই সরকারি বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রেরণ ও যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন (এপ্রিল ২০২৪ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) ‘বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষা বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। ভাষা গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সেবাদানের নিমিত্তে এ প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আমাই ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৪৫ থেকে বিকাল ৪:৪৫ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে প্রায় ১৪,০৮৯টি পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র ছাড়াও রয়েছে অভিধান, বিশ্বকোষ অন্যান্য কোষগ্রন্থ, বাংলাসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং

ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা, সাময়িকী, গেজেট ইত্যাদি সংগ্রহে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ।

'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং 'একুশে কর্নার' নামে দুটি কর্নার গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বিষয়ক বইপত্র ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চেতনা সংকলিত গ্রন্থাদি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বই পত্রাদির সংগ্রহ নিয়ে রয়েছে 'একুশে কর্নার'।

আমাই গ্রন্থাগারে উল্লেখযোগ্য সেবাসমূহ রয়েছে তা হলো– সাইবার কর্নার সেবা, রেফারেন্স কক্ষ সেবা, ফটোকপি সেবা, স্ক্যানার সেবা ও ইন্টারনেট সেবা ইত্যাদি। ফটোকপি সেবা ও স্ক্যানার সেবা একটি নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে ব্যবহারকারী গ্রহণ করতে পারে। রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠকক্ষ। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে স্বতন্ত্র একটি রেফারেন্স কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। এই রেফারেন্স কক্ষের মধ্যে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। এই রেফারেন্স বইগুলো রেফারেন্স কক্ষের মধ্যে বসে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে, যা ব্যবহারকারীর কাঙ্ক্ষিত তথ্য সেবা পেতে সহায়তা করে।

গত ২১শে মে ২০২৪ তারিখে মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (অব:) সেগুনবাগিচা, ঢাকা তিনি আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, 'দীর্ঘ কর্মজীবনে জ্ঞানার্জনে বই পড়ার সুযোগ কমই হয়েছে। আমাই কর্তৃক লাইব্রেরিতে পড়ার সুযোগ প্রদানের বিজ্ঞপ্তি দেখার পর থেকে নিয়মিতভাবে বই পড়ার সুযোগ গ্রহণ করছি। শান্ত-শীতল পরিবেশে অসীম ভাণ্ডার থেকে সামান্য আহরণের প্রচেষ্টা অবসর জীবনের একপ্রকার ব্রত এবং সঙ্গী হয়ে পড়েছে। এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার দুঃসাহস হয় না'।

গত ২৮শে মে ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩ প্রাপ্ত লেখক ও গবেষক রণজিত সিংহ আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে এসে এক সমৃদ্ধ পাঠাগারের সান্নিধ্য পেলাম। বিশেষ করে দেশ-বিদেশের মূল্যবান গ্রন্থসমূহ, ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থের একটি অমূল্য ভাণ্ডারের সন্ধান পেলাম। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে খুঁজে পাই আরও বিচিত্র গ্রন্থসমূহ। গবেষক-পাঠকদের জন্য রীতিমত আকর্ষণীয় লাইব্রেরি এটি। শুভ কামনা রইলো সংশ্লিষ্টদের প্রতি'।

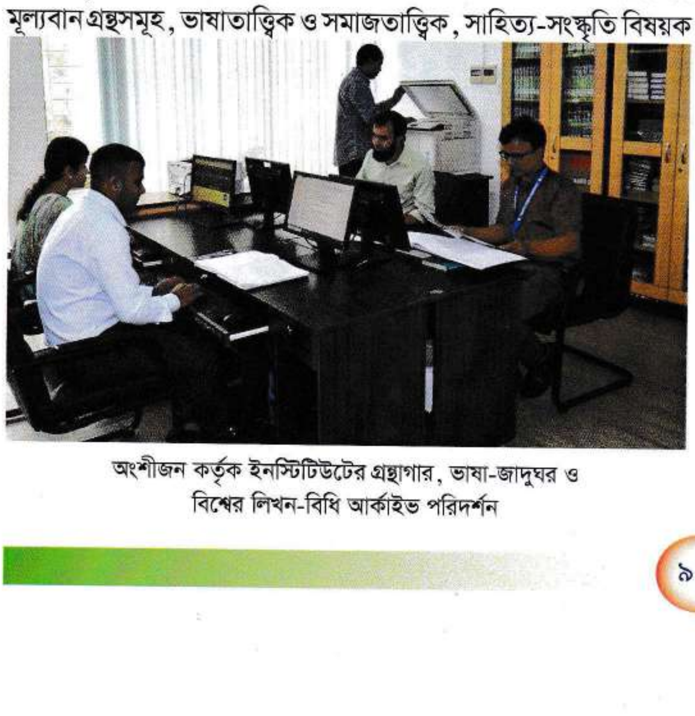

অংশীজন কর্তৃক ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার, ভাষা-জাদুঘর ও বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ (৯ই ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়। জানুয়ারি ২০২৪ থেকে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সপ্তম তলায় স্থানান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ফলে দর্শনার্থীদের জন্য আর্কাইভের প্রদর্শনী সাময়িক বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৪:৪৫ পর্যন্ত প্রদর্শন ফি ব্যতীত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। এখানে সংরক্ষিত রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্যের (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি) নানা সমাহারে সমৃদ্ধ এ আর্কাইভস-এ রয়েছে ১৫৩টি ভাষার লিপি ও লিখনরীতি বিষয়ক পরিচিতি। বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনকৃত ডিসপ্লে স্লাইডসমূহে বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব, জীবনকাল ও ভৌগোলিক বিস্তরণ বিষয়ক পাদটিকা সন্নিবেশিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে রয়েছে বাংলাদেশ কর্নার। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে দেশের প্রখ্যাত কবি সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদগণের পাণ্ডুলিপি ও হস্তলিপির নমুনা। বাংলাদেশ কর্নারের পাশাপাশি বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিলিপি প্রদর্শিত হয়।

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৪৫টা থেকে বিকাল ৩.৩০ টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। এখন পর্যন্ত বিনা ফি-তে যে কোন দর্শনার্থী এ স্থানটি পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা এপ্রিল ২০২৪ হতে ৩০শে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৬ জন দর্শনার্থী ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে উপস্থাপন করা হলো:

০১লা এপ্রিল ২০২৩: ঝিনাইদহ সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান মোঃ মহেববুল্লাহ জিন্নাহ্ প্রথমবারের মতো ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'জাদুঘরটি দেখে আমি বিমুগ্ধ। মহান ২১শে ফেব্রুয়ারিতে যেভাবে আমরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে ছিলাম ঠিক একই পথ ধরে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবো। ইনশাল্লাহ।'

১২ই জুন ২০২৪: ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার বড়পাতা গ্রাম থেকে মোঃ ছানা উল্যাহ প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসে পৃথিবীর সকল ভাষার নাম ও বাংলা ভাষার পূর্বের অবস্থা ও বর্ণমালা দেখে অনেক ভালো লাগল। ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার স্তর, পরিবর্ধন, পরিমার্জন হয়ে বর্তমানে এ অবস্থায় এসেছে। স্বচক্ষে দেখার ব্যবস্থা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনেক ধন্যবাদ।'

২৭শে জুন ২০২৪: এসপায়ার টু ইনোভেট এটুআই এর কোঅর্ডিনেটর ফিউচার স্কিলস এন্ড এম্পয়মেন্ট থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান প্রথম বারের মতো ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘খুবই পরিপাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি স্থানে পৃথিবীর সকল ভাষাকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এক কথায় অসাধারণ। খুব ভালো লাগলো এখানে এসে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতো সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য।’

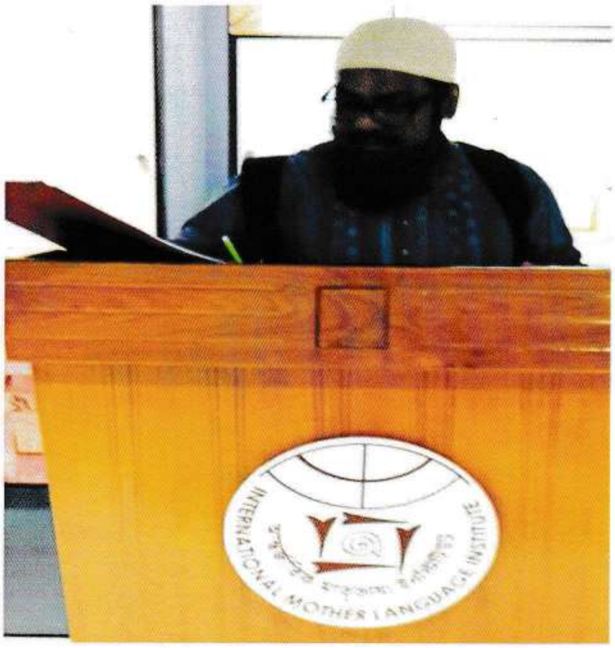

এসপায়ার টু ইনোভেট এটুআই এর কোঅর্ডিনেটর ফিউচার স্কিলস এন্ড এম্পয়মেন্ট থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন করেন

২৭শে জুন ২০২৪: Policy Advisor a2i, ICT Division, Cabinet Division UNDP Bangladesh থেকে Anir chowdhury প্রথম বারের মতো ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘I learnt about so many languages from 199 countries. Some sample text of many languages. Really a powerful environment for student. It can be made much more effective with more interactive tools such as google translate. Duolingo without much investment. a2i will be glad to help in any way.’

২৭শে জুন ২০২৪: চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এর আইন উপদেষ্টা মোহাম্মদ সামস্‌উদ্দীন খালেদ প্রথমবারের মতো ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘২য় বারের মতো এলাম। চমৎকার ব্যবস্থাপনা। ২৯-১২-২০ প্রথমবারের মতো এসেছিলাম। বারবার ফিরে আসতে চাই।’

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাইনস্টিটিউটের ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন করেন

২৭শে জুন ২০২৪: গাজীপুর ক্যান্টমেন্ট কলেজের সহকারী অধ্যাপক কৃষ্ণ কিশোর সাহা প্রথমবারের মতো ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, ‘আমাই-এ এসে আমি অভিভূত। ভাষা ভাবের দ্যোতক বাংলা ভাষায় মুক্তি ঘটুক হৃদয়ের সমস্ত আকুতি। বাংলা ভাষার জয় হোক। বাঙালির জয় হোক।’

Policy Advisor a2i, ICT Division, Cabinet Division UNDP Bangladesh থেকে Anir chowdhury আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন করেন

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এর আইন উপদেষ্টা মোহাম্মদ সামস্‌উদ্দীন খালেদ

২৭শে জুন ২০২৪: গাজীপুর ক্যান্টমেন্ট কলেজ বিএফ সেনানিবাস থেকে মাসফিয়া প্রথমবারের মতো ভাষাজাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসে আমি আপ্লুত। এবার তৃতীয়বারের মতো এলাম। এখানকার পরিবেশ অনেক মনোরম। আমার ভালো লেগেছে।'

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২৪ কালসীমায় নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

১. 'মাতৃভাষাপিডিয়া' বাংলা ১ম খণ্ড
২. 'মাতৃভাষাপিডিয়া' বাংলা ২য় খণ্ড
৩. 'মাতৃভাষাপিডিয়া' বাংলা ৩য় খণ্ড
৪. 'মাতৃভাষাপিডিয়া' বাংলা ৪র্থ খণ্ড
৫. 'মাতৃভাষাপিডিয়া' ইংরেজি ১ম খণ্ড
৬. ভাষা জাদুঘর
৭. Mother Language Journal (Vol. 7, No. 1) January-June 2023
৮. National and International Seminar-2024 (Abstract Booklet).

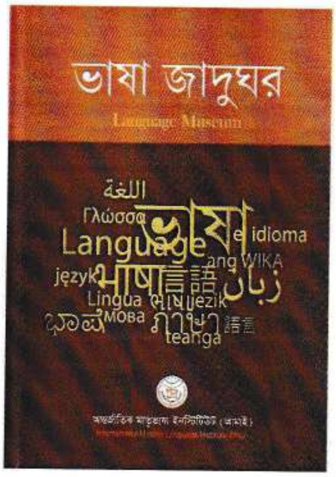
ভাষা জাদুঘর
Language Museum

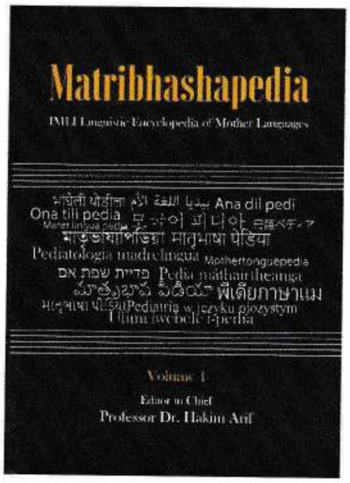
Matribhashapedia
IMLI Linguistic Encyclopedia of Mother Languages
Volume 1
Editor in Chief
Professor Dr. Hakim Arif

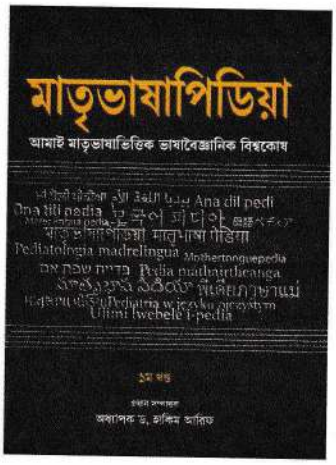
মাতৃভাষাপিডিয়া
আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ
১ম খণ্ড
প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ

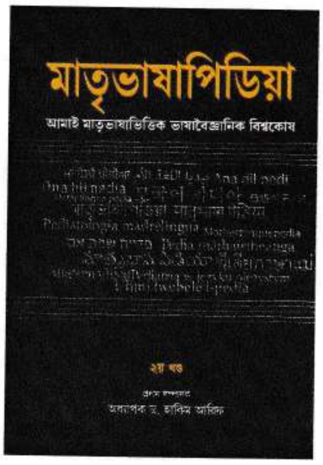
মাতৃভাষাপিডিয়া
আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ
২য় খণ্ড
প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ

MOTHER
LANGUAGE
INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE INSTITUTE (IMLI)
UNESCO Category 2 Institute

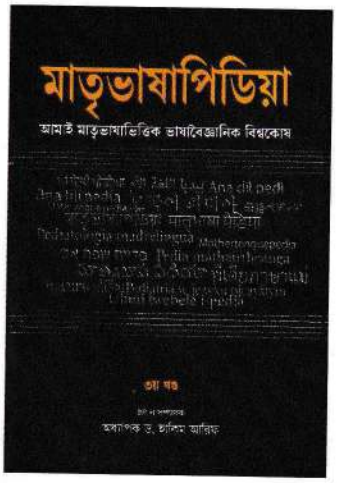
মাতৃভাষাপিডিয়া
আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ
৩য় খণ্ড
প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ

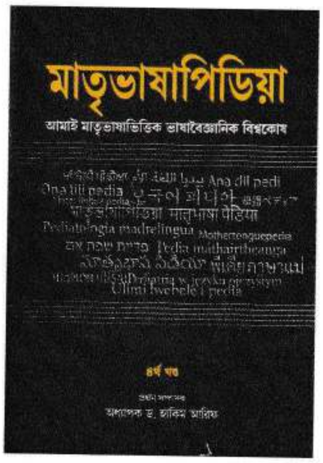
মাতৃভাষাপিডিয়া
আমাই মাতৃভাষাভিত্তিক ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্বকোষ
৪র্থ খণ্ড
প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ

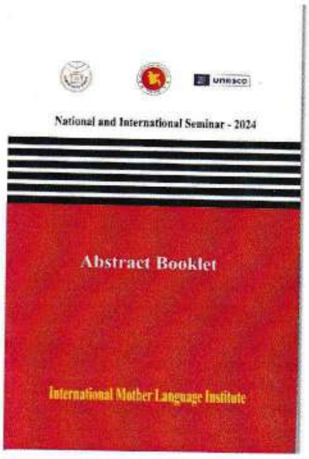
unesco
National and International Seminar - 2024
Abstract Booklet
International Mother Language Institute

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

- ০২রা এপ্রিল ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার দুপুর ০২:০০টা থেকে বিকাল ০৪:০০টা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্তৃক "বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে 'সুবর্ণ জয়ী অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে এপ্রিল ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৪'এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৪ঠা মে ২০২৪ তারিখ শনিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত 'AFOB' কর্তৃক 'Innovations in Food Research for industrial application'এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৬ই মে ২০২৪ তারিখ শুক্রবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত ট্রাস্ট ইসলামি লাইফ ইনসিওরেন্স লিঃ কর্তৃক 'আলোচনা সভা'র বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৯ই মে ২০২৪ ও ১১ই মে ২০২৪ তারিখ দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থা কর্তৃক '৩৫তম জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎসব' এর আয়োজন করা হয়।
- ০২রা জুন ২০২৪ তারিখ রবিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৫ই জুন ২০২৪ তারিখ বুধবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক এসোসিয়েশন কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ০৭ই জুন ২০২৪ তারিখ শুক্রবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছয়দফা শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২১শে জুন ২০২৪ তারিখ শুক্রবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত A. R. Project কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ২৪শে জুন ২০২৪ তারিখ সোমবার দুপুর ০১:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা পর্যন্ত NAAND প্রকল্প কর্তৃক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে জুন ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত এসইডিপি কর্তৃক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।
- ২৬শে জুন ২০২৪ তারিখ শনিবার দুপুর ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক সুফিয়া কামাল স্মারক বক্তৃতা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায়
ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো:

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
E-mail:imli.moebd@gmail.com, Phone:88-02-8391346
Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

....
....
....

সম্পাদক: মোঃ আজহারুল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক: মোহা. আমিনুল ইসলাম

যুগ্ম-সম্পাদক: খিলফাত জাহান যুবাইরা

সহযোগী সম্পাদক: ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত